ইমাম হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মর্যাদা

উপস্থাপনায়:
আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মর্যাদা

আত্তারের দোয়া

হে আল্লাহ! যে কেউ "ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মর্যাদা" রিসালা পড়ে বা শুনে নেয়, তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে জান্নাতীর পুত্র জান্নাতী, সাহাবীর পুত্র সাহাবী, রাসূলের নাতি, জান্নাতী যুবকদের সরদার ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতিবেশীত্ব দান করো। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার সামনে আমার আলোচনা হলো, আর সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, সে ব্যক্তি কৃপণ। **(তিরমিযী, ৫/৩২১, হাদীস ৩৫৫৭)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

পরিচিতি

সুলতানে কারবালা, সায়্যিদুশ শুহাদা, ইমামে আলী মকাম, ইমামে আরশে মকাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুবারক নাম হলো: হোসাইন, উপনাম: **আবু আব্দুল্লাহ** এবং উপাধী:

সিবতে রাসূলুল্লাহ এবং রায়হানাতুর রাসূল (অর্থাৎ রাসূলের ফুল)। তাঁর জন্ম হিজরতের চতুর্থ বছর ৫ শাবানুল মুয়াযযম মদীনা মুনাওয়ারায় হয়েছে। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর নাম **"হোসাইন"** এবং **"শাব্বির"** রেখেছেন আর তাঁকে নিজের সন্তান বলেছেন।

(উসদুল গাবাতি, ২/২৫, ২৬)

কিয়া বাত রযা উস চমনিস্তানে করম কি,
যাহরা হে কলি জিস মে হোসাইন অউর হাসান ফুল।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৭৯ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যাঃ হে রযা! ঐ রহমত ও বরকতময় বাগানের কেমন বৈশিষ্ট্য, যার কলি হযরত বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আর ফুল হযরত হাসনাঈন করীমাঈন (অর্থাৎ ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا)।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রথম খাবার, আযান ও আকীকা

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **তাঁর** প্রিয় নাতি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ডান কানে আযান দেন আর বাম কানে তাকবীর পাঠ করেন অতঃপর নিজের মুবারক উচ্ছিষ্ট শরীফ থেকে প্রথম খাবার প্রদান করে দোয়া দ্বারা ধন্য করেন। সপ্তম দিনে তাঁর নাম "হোসাইন" রাখেন এবং একটি ছাগল দ্বারা আকীকা করেন আর তাঁর আম্মাজান খাতুনে জান্নাত হযরত বিবি ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে ইরশাদ করেন: হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ন্যায় এরও চুল মুন্ডন করে চুলের সমপরিমাণ রূপা দান করো।

(আসাদুল গাবাতি, ২/২৪,২৫)(শরহে শাজারায়ে কাদেরীয়া, ৪৫ পৃষ্ঠা)

চুলের ওজনের সমপরিমাণ দান

হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহারা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ঘরে যখন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বিলাদত শরীফ (জন্ম) হয় তখন তিনি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি কি আমার সন্তানের আকীকা করবো না?" ইরশাদ করলেন: "না! প্রথমে তার চুল মুন্ডন করাও এবং চুলের ওজনের সমপরিমাণ রূপা সুফফাবাসীদের এবং অন্যান্য মিসকীনদের মাঝে সদকা করো।"

(মুসনাদে লিল ইমাম আমহদ, ১০/৩৪০, হাদীস ২৭২৫৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাত হলো, সন্তানের চুলের ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণ বা রূপা সদকা করা। **(ইহইয়াউল উলুম, ২/২০৪)** মুস্তাহাব হলো, (জন্মের সপ্তমদিন) আকীকা করা এবং যখন পশুর উপর ছুরি চলবে তখনই সন্তানের মাথায় ক্ষুর চালানো এবং চুল মুন্ডন করে সেই চুলের ওজনের সমপরিমাণ রূপা বা স্বর্ণ দান করা, তাছাড়া চুল মুন্ডন করার পর জাফরান পানিতে মিশিয়ে মাথায় মালিশ করা, এরূপ করাতে সাওয়াব অর্জিত হবে। **(বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৫,৩৫৭)**

মারহাবা সরওয়ারে আলম কে পেসর আয়ে হে,
সায়্যিদা ফাতিমা কে লখতে জিগর আয়ে হে।
ওয়াহ কিসমত কেহ চেরাগে হারামাঈন আয়ে হে,
এ্যয় মুসলমানো! মুবারক কেহ হোসাইন আয়ে হে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ৯টি বাণী

(১) হুসাইন (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) আমার আর আমি হোসাইন (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) এর, **আল্লাহ পাক** তাকে ভালবাসেন, যে হোসাইন (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) কে ভালবাসে, হোসাইন নাতিদের মধ্যে একজন **"নাতি"**।

(তিরমিযী, ৫/৪২৯, হাদীস ৩৮০০)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: আমি ও হোসাইন যেনো একই, প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিৎ আমাদের উভয়কে ভালবাসা, আমাকে ভালবাসা হোসাইনকে ভালবাসার (নামান্তর) এবং হোসাইনকে ভালবাসা আমাকে ভালবাসারই (নামান্তর), যেহেতু ভবিষ্যতের ঘটনাবলী সম্পর্কে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অবহিত ছিলেন, তাই এই ধরনের বিষয় উম্মতকে বুঝিয়েছেন। **"সিবত"** হলো ঐ বৃক্ষ, যার মূল একই এবং শাখা-প্রশাখা অনেক, এমনই আমার হোসাইন থেকে আমার বংশ চলবে আর তাঁর সন্তান দ্বারা পূর্ব পশ্চিম ভরে যাবে, দেখে নাও, আজ সৈয়দ বংশীয়রা পূর্ব ও পশ্চিমে রয়েছে আর এটা দেখে নাও যে, হাসানী সৈয়দ সামান্য আর হোসাইনী সৈয়দ অনেক বেশি, এটা এই মহান বাণী থেকে প্রকাশ পায়। **(মিরআত, ৮/৪৮০)**

ইয়া শহীদে কারবালা ফরিয়াদ হে, নূরে চশমে ফাতিমা ফরিয়াদ হে।
আহ! সিবতে মুস্তফা ফরিয়াদ হে, হায়! ইবনে মুরতাদ্বা ফরিয়াদ হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(২) হাসান ও হোসাইন (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) হলেন, জান্নাতী যুবকদের সর্দার।

(তিরমিযী, ৫/৪২৬, হাদীস ৩৭৯৩)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যারা যৌবনে ওফাত লাভ করলো এবং জান্নাতী সাব্যস্ত হলো, হযরত হাসানাঈন করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا তাদের সর্দার, অন্যথায় জান্নাতে তো সবাই যুবক হবে, সুতরাং এর দ্বারা এটা আবশ্যক নয় যে, হযরত হাসানাঈন করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বা অন্যান্য নবীদেরও সর্দার হবেন। (মিরআত, ৮/৪৭৫)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৩) হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হলেন, দুনিয়াতে আমার দু'টি ফুল। (বুখারী, ২/৫৪৭, হাদীস ৩৭৫৩)

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণীর উদ্দেশ্য হলো, হযরত হাসানাঈনে করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا দুনিয়ায় জান্নাতের ফুল, যা আমাকে দান করা হয়েছে, তাঁদের শরীর থেকে জান্নাতের সুগন্ধি আসতো, তাই **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁদেরকে শুঁকতেন এবং হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ইরশাদ করতেন: "اَلسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا اَبَا رَیۡحَانَتَیۡنِ" অর্থাৎ হে দু'টি ফুলের আব্বু, তোমায় সালাম। (মিরআত, ৮/৪৬২)

অপর এক স্থানে মুফতী সাহেব বলেন: যেমন বাগানের মালিকের পুরো বাগানের মধ্যে ফুল পছন্দ হয়ে থাকে, তেমনি দুনিয়া এবং দুনিয়ার সকল কিছুর মধ্যে আমার হযরত হাসানাঈন করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا পছন্দ। সন্তানকে ফুলই বলা হয়, সকল নাতি নাতনিদের মধ্যে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই দু'জন সন্তান খুবই প্রিয় ছিলো। (মিরআত, ৮/৪৭৫)

উন দু কা সদকা জিন কো কাহা মেরা ফুল হে
কিজিয়ে রযা কো হাশর খান্দাঁ মিচালে গুল (হাদায়িকে বখশীশ)

আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর এই পংক্তিটির ব্যাখ্যা এভাবে করেন: উন দু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত সায়্যিদুনা ইমামে হাসান এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا। আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই দু'জনের ওসিলা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থাপন করেন যে, আপনি আপনার এই দু'টি ফুলের সদকায় রযার উপর এমন দয়া করুন যে, রযাও কিয়ামতের দিন ফুলের ন্যায় মুচকি হাসবে। (দোস্ত কেয়সে বানায়া জায়ে, ২১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৪) এরা হলো আমার দু'জন সন্তান আমার কন্যার সন্তান, **হে আল্লাহ পাক** আমি এই দু'জনকে ভালবাসী তুমিও এদেরকে ভালবাসো আর যারা এদেরকে ভালবাসবে তুমিও তাদেরকেও ভালবাসো।

(তিরমিযী, ৫/৪২৭, হাদীস ৩৭৯৩)

"মিরআত" এ বর্ণিত রয়েছে: অর্থাৎ এরা হুকুমগতভাবে আমার সন্তান আর বাস্তবে আমার কন্যার সন্তান, আমি তাদেরকে সন্তানের মতো ভালবাসি। মনে রাখবেন! হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এটাই বিশেষত্ব যে, তাঁর সন্তান **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বংশধর, তাঁর মাধ্যমে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বংশধারা চালু হয়েছে, যেনো হাসান ও হোসাইন (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বংশই এবং বংশের আসলও, অন্যথায় বংশ পিতার দিক থেকেই

হয়ে থাকে, মা থেকে নয়, তবে হ্যা ফযীলত মা থেকেও হয়ে থাকে। আ'ল (সন্তান) শব্দটি উভয়ের ক্ষেত্রে বলা হয়, সন্তানকেও এবং কন্যার সন্তানকেও। (মিরআত, ৮/৪৭৬)

হে রুতবা ইস লিয়ে কওনাইন মে আসমত কা ইফফাত কা,
শরফ হাসিল হে ইন কো দামানে যাহরা সে নিসবত কা।
ইনহি কে মা পারে দু'জাহাঁ কে লাজ ওয়ালে হে,
ইয়ে হি হে মাজমায়ে বেহরাইন সর চশমা হেদায়ত। (দিওয়ানে সালিক)

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের এই অংশ **"হে আল্লাহ পাক! আমি এই দু'জনকে ভালবাসী তুমিও এদেরকে ভালবাসো এবং যারা এদেরকে ভালবাসবে তুমিও তাদেরকে ভালবাসো"** এর আলোকে বলেন: এই দোয়ার উদ্দেশ্য (সেখানে বিদ্যমান) হযরত সায়্যিদুনা উসামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে শুনানো ও জানানো ছিলো যে, উসামা আমার হাসান ও হোসাইনকে ভালবাসো, কেননা তাঁদেরকে ভালবাসা **আল্লাহ পাকের** ভালবাসা অর্জনের মাধ্যম। মনে রাখবেন! অন্তরের ভালবাসা বিদ্যুতের ন্যায় প্রসারিত হওয়ার জিনিস, যার সাথে ভালবাসা সৃষ্টি হয়, তার সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, চাকর-বাকর এমনকি তার শহরের সাথেও ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। (মিরআত, ৮/৪৭৬)

সায়্যিদা যাহেরা তায়্যিবা তাহেরা, জানে আহমদ বি রাহাত পে লাখো সালাম।
হাসানে মুজতাবা সায়্যিদুল আসখিয়া, রাকিবে দোশে ইযযত পে লাখো সালাম।
দুররে দরজে নাজাফ মেহরে বুরজে শরফ,
রঙে রোয়ে শাহাদত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশীশ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৫) **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আহলে বাইতের মধ্যে আপনার সবচেয়ে বেশি প্রিয় কে? ইরশাদ করলেন: হাসান এবং হোসাইন আর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে ইরশাদ করতেন: আমার নিকট আমার সন্তানদের ডাকো, অতঃপর তাঁদেরকে শুঁকতেন এবং বুকের সাথে জড়িয়ে ধরতেন। (তিরমিযী, ৫/৪৬৮, হাদীস ৩৭৯৭)

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁদেরকে কেনইবা শুঁকবেন না, তাঁরা উভয়ে তো **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুল ছিলেন, ফুল তো শুঁকতেই হয়, তাঁদেরকে বুকের সাথে লাগানো জড়িয়ে ধরা হলো গভীর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। এটা থেকে জানা যায় যে, ছোট শিশুদের শুঁকা, তাদেরকে ভালবাসা, তাদেরকে জড়িয়ে ধরা **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত। (মিরআত, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআনে করীমের পর সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য হাদীসে শরীফের কিতাব হলো "সিহাহ সিত্তাহ" অর্থাৎ ছয়টি বিশুদ্ধ কিতাব বলা হয়, যার মধ্যে একটি কিতাব হলো **"তিরমিযী শরীফ"**, এতে বর্ণিত রয়েছে: অলীদের শাহানশাহ মাওলা আলী মুশকিল কোশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলতেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আকৃতি মুবারক মাথা থেকে বুক পর্যন্ত **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে মিল ছিলো আর ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বুক থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। (তিরমিযী, ৫/৪৩০, হাদীস ৩৭০৪)

ইমামে ইশক ও মুহাব্বাত, মহান আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন:

মা'দুম না থা ছায়ায়ে শাহে সাকলাইন,
ইস নূর কি জলওয়া গাহ থি যাতে হাসনাঈন।
তামচীল নে উস ছায়া কে দো হিচ্চে কিয়ে,
আ'ধে সে হাসান বনে হে আ'ধে সে হোসাইন। (হাদায়িকে বখশীশ)

কালামে রযার ব্যাখ্যাঃ মানুষ ও জ্বীনের শাহানশাহ, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক শরীরের ছায়া মুবারক ছিলো না, কিন্তু **নূরানী নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ছায়া মুবারক হযরত হাসানাঈন করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর আকৃতিতে দেখা যেতো যে, পবিত্র মাথা থেকে বুক মুবারক পর্যন্ত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুবারক বুক থেকে পা শরীফ পর্যন্ত **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে মিল ছিলো।

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: মনে রাখবেন! হযরত (বিবি) ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আপাদমস্তক পুরোপুরি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মতোই ছিলেন এবং তাঁর সন্তানদের মধ্যে এই সাদৃশ্যতা বন্টন করে দেয়া হয়েছিলো।

(মিরআত, ৮/৪৮০)

রাসূলুল্লাহ কি জীতি জাগতি তাসাবির কো দেখা,
কিযা নাযারাহ জিন আঁখো নে তাফসীরে নবুয়্যত কা। (দিওয়ানে সালিক)

নেককারদের সাদৃশ্যতা

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে কুদরতী সাদৃশ্যতাও **আল্লাহ পাকের** নেয়ামত, যে ব্যক্তি নিজের কোন আমলকে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাদৃশ্য করে তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, তবে যাঁকে **আল্লাহ পাক** নিজের **প্রিয় মাহবুবের** সাদৃশ্যতা সম্পন্ন করে তাঁর ভালবাসার কি অবস্থা হবে, তাই এই হাদীস আহলে বাইতের ফযীলতের বর্ণনায় আনা হয়েছে। **(মিরআত, ৮/৪৮০)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৬) হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে যে ব্যক্তি ভালবাসলো, সে আমাকে ভালবাসলো আর যে ব্যক্তি তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করলো, সে আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করলো।

(মুস্তাদরিক, ৪/১৫৬, হাদীস ৪৮৩০)

(৭) **আল্লাহ পাক** তাকে বন্ধু বানান, যে হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বন্ধু বানায়, হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নাতিদের মধ্যে একজন নাতি।

(তিরমিযী, ৫/৪২৯, হাদীস ৩৮০০)

(৮) হাসান আমার আর হোসাইন আলীর। **(ফয়যুল কদীর, ৩/৫৫১)**

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: এই মহান বাণীর উদ্দেশ্য হলো, বড় ছেলে দাদা, নানার হয়ে থাকে আর ছোট ছেলে পিতার, এই বন্টনটি দয়ার বহিঃপ্রকাশের জন্যই। **(মিরআত, ৮/৪৭৯)**

(৯) যার এটা পছন্দ যে, কোন জান্নাতী পুরুষকে দেখবে (অপর এক বর্ণনায় রয়েছে) জান্নাতী যুবকদের সর্দারকে দেখবে, তবে সে যেন "হোসাইন বিন আলী"কে দেখে।

(আশ শরফুল মু'বিদলালে মুহাম্মদ লিন নাবাহানী, ৬৯ পৃষ্ঠা)

হোসাইন ইবনে আলী কা সদকা, হামারে গাউছে জালী কা সদকা,
আতা মদীনে মে হো শাহাদত, নবীয়ে রহমত শফীয়ে উম্মত।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর চারটি ঘটনা

(১) গরীব ও মিসকীনদের প্রতি ভালবাসা

রাসূলের নাতি হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট তাঁর সহধর্মিনী এই বার্তা নিয়ে গেলেন যে, "আমি আপনার জন্য সুস্বাদু খাবার এবং সুগন্ধি প্রস্তুত করেছি, আপনি আপনার সমপর্যায়ের কাউকে দেখুন এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে আমার নিকট তাশরীফ নিয়ে আসুন।" হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মসজিদে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং সেখানে যত মিসকিন ছিলো তাদেরকে নিয়ে ঘরে চলে এলেন। প্রতিবেশি মহিলারা তাঁর স্ত্রীর নিকট এসে বলতে লাগলো, **আল্লাহ**র শপথ! আপনার ঘরে তো মিসকিন জমা হয়ে গেছে। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের স্ত্রীর নিকট গেলেন এবং বললেন: আমি তোমাকে আমার ঐ হকের শপথ দিচ্ছি, যা আমার প্রতি তোমার রয়েছে যে, তুমি খাবার ও সুগন্ধি বাঁচিয়ে রাখবে না। অতঃপর তিনি এমনই করলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মিসকিনদের খাবার

খাওয়ালেন, তাদেরকে পোশাক পরিধান করালেন এবং সুগন্ধি লাগালেন। (হুসনে আখলাক, ৬২ পৃষ্ঠা)

(২) আল্লাহর রাস্তায় দান ও সদকা

ইমামে আলী মকাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বাড়িতে একজন ফকীর মদীনার গলি দিয়ে আসে দরজায় করাঘাত করলো এবং ছন্দাকারে বলতে লাগলো: যে আপনার প্রতি আশা রাখে এবং যে আপনার দরজায় করাঘাত করলো, সে কখনোই নিরাশ হয়নি, আপনি দানশীল ও দয়ালূ বরং দানশীলতার ঝর্ণাধারা। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঘরে নামায পড়ছিলেন, (নামায আদায় করে) দরজায় আসলেন তখন দেখলেন সামনে গ্রাম্য লোক দাঁড়িয়ে আছে, যার আকৃতি দারিদ্রতা ও ক্ষুধার্ত অবস্থার ঘোষনা করছিলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর গোলাম "কানবার"কে বললেন: আমাদের খরচের মধ্যে আর কত সম্পদ অবশিষ্ট রয়েছে? আরয করা হলো: দুইশত দিরহাম রয়েছে, যা আপনার নির্দেশে আপনার পরিবারের জন্য ব্যয় করা হবে। বললেন: যাও সব নিয়ে এসো, কেননা যেই ব্যক্তি এসেছে, সে আমার পরিবার থেকে বেশি এই দিরহামের হকদার। অতএব তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই দিরহাম সেই ফকীরকে দিলেন এবং বললেন: এটা নাও আর এটা কম হওয়ার জন্য তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি, আমার সর্বাবস্থায় দয়া করারই আদেশ রয়েছে, এটা কম যদি আরো বেশি থাকতো তবে তাও তোমাকে দিয়ে দিতাম। ফকীর দিরহাম নিলো আর তাঁকে দোয়া ও প্রশংসা করতে করতে আনন্দচিত্তে চলে গেলো। (ইবনে আসাকির, ১৪/১৮৫)

মুফলিস ও নাচার ও খাস্তাহাল হোঁ, মাহযানে জুদ ও আতা ফরিয়াদ হে।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৩) গালি প্রদানকারীকে দোয়া করলেন

একবার ইসাম বিন মুসতালিক নামক ব্যক্তি, যে কিনা মওলায়ে কায়েনাত হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি বিদ্বেষ পোষন করতো, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সামনে তাঁকে ও তাঁর আব্বজান হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে গালি দিতে লাগলো। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার সাথে ঝগড়া করা বা উত্তর দেয়ার পরিবর্তে اَعُوۡذُ بِاللّٰہِ এবং بِسۡمِ اللّٰہِ পাঠ করার পর এই আয়াতে মুবারাকা তিলাওয়াত করলেন:

خُذِ الۡعَفۡوَ وَاۡمُرۡ بِالۡعُرۡفِ وَاَعۡرِضۡ عَنِ الۡجٰهِلِیۡنَ ﴿۱۹۹﴾ وَاِمَّا یَنۡزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیۡطٰنِ نَزۡغٌ فَاسۡتَعِذۡ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۲۰۰﴾ اِنَّ الَّذِیۡنَ اتَّقَوۡا اِذَا مَسَّهُمۡ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّیۡطٰنِ تَذَكَّرُوۡا فَاِذَا هُمۡ مُّبۡصِرُوۡنَ ﴿۲۰۱﴾

(পারা ৯, সূরা আরাফ, আয়াত ১৯৯-২০১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে মাহবুব! ক্ষমা পরায়নতা অবলম্বন করুন, সৎকর্মের নির্দেশ দিন আর মূর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং হে শ্রোতা! যদি শয়তান তোমাকে কোন কুমন্ত্রণা দেয়, তবে **আল্লাহ**র আশ্রয় চাও। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা। নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা তাক্বওয়ার অধিকারী হয়, যখনই তাদেরকে কোন শয়তানী খেয়ালের ছোঁয়া স্পর্শ করে, তখন তারা সাবধান হয়ে যায়; তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।

অতঃপর বললেন: নিজের উপর বোঝা হালকা রাখো এবং আমি **আল্লাহ**র নিকট তোমার জন্য এবং আমার জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করছি, তাছাড়া তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার সাথে এমনভাবে ক্ষমাসূলভ, নম্রতা ও প্রফুল্লচিত্তে আচরণ করলেন যে, বিদ্বেষ ও শত্রুতা একেবারে ভালবাসায় পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং সে এরূপ বলতে বাধ্য হলো যে, وَمَا عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنْهُ وَمِنْ اَبِیْهِ অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়ায় হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও তাঁর পিতা হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর চেয়ে বেশি প্রিয় আমার নিকট আর কেউ নেই।

(তাফসীরে বাহরুল মুহিত, ৪/৪৪৬। তাফসীরে কুরতুবী, ৪/২৫০)

আসলে নসলে সাফা ওয়াজহে ওয়াসলে খোদা,
বাবে ফযলে বিলায়াত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশীশ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একনিষ্ঠ পবিত্র সৈয়দ তথা সৌভাগ্যবানদের মূল ও ভিত্তি, **আল্লাহ পাকে**র নৈকট্যশীল (অর্থাৎ প্রিয়) হওয়ার মাধ্যম এবং বিলায়তের মর্যাদা লাভের দরজা, তাঁর প্রতি লাখো সালাম বর্ষিত হোক। **(হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কারামত, ১৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৪) দানশীলতার এক অনন্য উদাহরণ

ইমামে আলী মকাম, ইমামে আরশে মকাম, ইমামে হুমাম, ইমামে তৃষ্ণাকাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বাহন মিসকিনদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো, তারা উচ্ছিষ্ট টুকরো খাচ্ছিলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাদেরকে সালাম করলেন। মিসকিনরা

তাঁকে খাওয়ার দাওয়াত দিলো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ২০তম পারা সূরা কিসাসের ৮৩নং আয়াতের এই অংশ তিলাওয়াত করলেন:

لِلَّذِیۡنَ لَا یُرِیۡدُوۡنَ عُلُوًّا فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا فَسَادًا ؕ

(পারা ২০, সূরা কিসাস, আয়াত ৮৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যারা ভূ-পৃষ্ঠে অহঙ্কার চায় না এবং না অশান্তি।

অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বাহন থেকে নিচে নেমে আসলেন এবং তাদের সাথে খাবার খেলেন। এরপর বললেন: আমি তোমাদের দাওয়াত কবুল করলাম, এবার তোমরা আমার দাওয়াত কবুল করো। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাদেরকে বাহনে নিয়ে বাড়িতে এনে তাদেরকে খাবার খাওয়ালেন এবং পোশাক পরিধান করালেন ও দিরহাম প্রদান করলেন। (হুসনে আখলাক, ৬৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

সাখাওয়াত ভি তেরে ঘর কি এনায়াত ভি তেরে ঘর কি,
তেরে দর কা সুয়ালী ঝুলিয়াঁ ভর ভর কে লাতা হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় নাতীর ইবাদত

হে আশিকানে ইমাম হোসাইন! আমাদের আক্বা ও মওলা, শহীদে কারবালা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খুবই ইবাদত পরায়ণ ছিলেন, এমনকি আশুরার রাতে (নয় মুহাররমের দিবাগত রাতে) ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর

প্রিয় ভাই হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস আলমদার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললেন: যেকোন ভাবে এই লড়াই আগামীকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করুন এবং যেনো আজ রাতটি আমরা **আল্লাহ পাকের** ইবাদতের জন্য পেয়ে যাই, **আল্লাহ পাক** ভালভাবেই জানেন যে, আমি নামায, কোরআন তিলাওয়াত এবং অধিকহারে দোয়া করা ও ইস্তিগফার করা অনেক পছন্দ করি। **(আল কামিলু ফিত তারিখ, ৩/৪১৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভালবাসা আনুগত্য করিয়ে থাকে, ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি আমাদের ভালবাসা কেমন? আমরাও একটু ভাবি? দশ মুহাররামুল হারামের রাতে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রকাশ্য মুবারক জীবনের শেষ রাত ছিলো, কিন্তু **আল্লাহ পাকের** ইবাদতের আগ্রহ দেখুন? আর একেবারে শাহাদতের মুহূর্তেও তিনি **আল্লাহ পাকের** দরবারে সিজদা অবস্থায় ছিলেন।

ইস দোগানা পর ফিদা সারি নামাযেঁ জিস মে,
ধারে হুলকুম পে সর খম হো ইবাদত কে লিয়ে। **(দিওয়ানে সালিক)**

আহ! আহ! আহ! আমরা ইমাম হোসাইনের গোলামরাও যেনো আমাদের মাহবুবের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে ইবাদত ও রিয়াযত করে নিজের জীবনের দিন রাত অতিবাহিত করে চলি। মনে রাখবেন! হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: বান্দা তারই সাথে হবে, যাকে সে ভালবাসবে, যদি আমরা মুখে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ভালবাসার দাবী করতে থাকি কিন্তু ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুবারক চরিত্র অনুসরন না করি তবে আমাদের

ভালবাসা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কেননা আশিক তার প্রেমিকের পেছনে পেছনে চলে। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর মুবারক চেহারায় আপন **নানাজান প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত দাঁড়ি শরীফ সাজিয়ে ছিলেন, তাঁর আব্বাজান মওলা মুশকিল কোশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এরও ঘন দাঁড়ি শরীফ ছিলো। আমরা ভাবি যে, আমাদের চেহারায় এই **সুন্নাতে রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আছে কি? ইমামে আলী মকাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের মুবারক জীবনের শেষ ফজরের নামায তাঁর তাবুতে জামাআত সহকারে আদায় করেছেন আর শত্রুরা চারিদিকে তরবারী প্রদর্শন করছিলো? পবিত্র আহলে বাইতের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ আসল ভালবাসা হলো তাঁর অনুসরনে, ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুবারক জীবনি থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করা উচিৎ আর সময় আসলে দ্বীনের জন্য সবকিছু কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিৎ। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে সাহাবা ও আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর সত্যিকার ভালবাসা নসীব করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

সাহাবা ও আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর ভালবাসা অন্তরে সৃষ্টি করতে এবং বৃদ্ধি করতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র খেদমত বর্ণনা করার মুখাপেক্ষী নয়, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আশিকে ইমামে আলী মকাম, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ অনেক বছর ধরে ইমাম হোসাইনের গোলামদেরকে আশুরার দিনে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সহ অন্যান্য শহীদানে কারবালার ইছালে

সাওয়াবের জন্য **আল্লাহ**র রাস্তায় মাদানী কাফেলায় সফর করে নেকীর দাওয়াত প্রসার করার উৎসাহ প্রদান করে আসছেন, আপনাদের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য গত দুই বছর থেকে এই দিনে সফরকারী আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইতের সংখ্যা আপনাদের খেদমতে উপস্থাপন করছি। ১৪৩৯ হিজরী ২০১৮ সালে প্রায় ১৩ হাজার ৬৩৫টি মাদানী কাফেলায় ৯৭ হাজার ২০৬জন আর ১৪৪০ হিজরী ২০১৯ সালে প্রায় ৯৭ হাজার ২১৮জন ইসলামী ভাই মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

আ'ল সে আসহাব সে কায়েম রাহে তা'আবাদ নিসবত এয় নানায়ে হোসাইন
সদকা শাহাজাদোঁ কা আক্বা কিজিয়ে কিজিয়ে রহমত এয় নানায়ে হোসাইন
হার অলী কা ওয়াসতা আত্তার পর কিজিয়ে রহমত এয় নানায়ে হোসাইন
(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

নামায ও রোযার আধিক্য

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা ইবনে আসীর জুযরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অধিকহারে নামায পড়তেন, রোযা রাখতেন, হজ্ব করতেন, সদকা ও খয়রাত করতেন আর সকল কল্যাণময় কাজ করতেন। (উসদুল গাবাতি, ২/২৮, নম্বর ১১৭৩)

শাহজাদায়ে ইমামে আলী মকাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যয়নুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমার আব্বাজান হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দিনে ও রাতে এক হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। (আকদুল ফরীদ, ৩/১১৪)

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শা'আবী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি দেখেছি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রমযানুল মুবারকে সম্পূর্ণ কোরআনে করীম খতম করতেন।

(সিয়রে আলামুন নিবালা, ৪/৪১০)

ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর হজ্বের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিলো, অতএব বর্ণিত আছে: তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ২৫বার পায়ে হেঁটে হজ্ব করেছেন। (ইবনে আসাকির, ১৪/১৮০)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ইমামে পাকের পাগড়ী শরীফ

এক তাবেয়ী বুযুর্গ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর যিয়ারত করলাম, তখন দেখলাম যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পাগড়ী শরীফ পরিধান অবস্থায় ছিলেন আর পাগড়ীর নিচ দিয়ে তাঁর কিছু মুবারক চুল বের হয়ে ছিলো।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৫/২৫৬,হাদীস ৮৬৭১)

আব্বাজানের প্রতি ভালবাসার অবস্থা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর আব্বাজান হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি প্রবল ভালবাসা ছিলো আর এই কারণেই তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর সকল শাহাজাদার (অর্থাৎ ছেলেদের) নাম "আলী" রেখেছিলেন। বড় শাহাজাদার নাম "আলী আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ"। তাঁর ছোটজন যিনি ইমাম যয়নুল আবেদীনের নামে প্রসিদ্ধ কিন্তু তাঁর আসল নাম ছিলো "আলী আওসাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ" এব সবচেয়ে ছোট শাহাজাদার নাম ছিলো "আলী

আসগর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ”। (ইমাম যয়নুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ব্যতীত অপর দু'জন শাহজাদা তাঁদের আব্বাজানের সাথে “কারবালার ময়দানে” শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন।)

উস শহীদে বালা শাহে গুলগুঁ কুব্বা
বেকসে দশতে গুরবত পে লাখে সালাম (হাদায়িকে বখশীশ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ইমাম হোসাইনের ভালবাসা

শাহজাদায়ে গুলগুঁ কুব্বা (অর্থাৎ গোলাপের ন্যায় লাল জুব্বা পরিহিত) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: مَنۡ اَحَبَّنَا لِلّٰہِ كُنَّا نَحۡنُ وَهُوَ يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ كَهَاتَيۡنِ অর্থাৎ যে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য আমাকে ভালবাসে, আমি ও সে কিয়ামতের দিন এভাবে থাকবো, শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করেন।

(মু'জামু কবীর, ৩/১২৫, হাদীস ২৮৮০)

সাহাবা কা গাদা হোঁ অউর আহলে বাইত কা খাদেম,
ইয়ে সব হে আ'প হি কি তো এনায়ত ইয়া রাসূলাল্লাহ!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

সত্যিকার আকাঙ্ক্ষা

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন লাইস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সামনে তার সমস্ত বাহিনীকে একত্রিত করা হলো, হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন লাইস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ যখন নিজের বাহিনীর এই আধিক্য দেখলেন তখন কেঁদে দিলেন এবং মনে মনে বলতে

লাগলেন, আহ! যদি ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহাদতের সময় আমি সেখানে উপস্থিত থাকতাম আর আমার সাথে এত বড় বাহিনী থাকতো তবে আমি নিজের প্রাণ, শান ও শওকত এবং পুরো বাহিনীকে তাঁর প্রতি কুরবান করে দিতাম। সেই যুগের কোন অলীর স্বপ্নে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত হলো, তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমর বিন লাইসকে বলে দাও যে, তার মনে যে খেয়াল এসেছে, আমি তা জানি আর আমি তার ইচ্ছাকে কবুল করে নিয়েছি, **আল্লাহ পাক** তোমার এই ইচ্ছা এবং খেয়ালের মহান প্রতিদান প্রদান করবেন। যখন স্বপ্নদ্রষ্টা হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন লাইস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে এই সুসংবাদ শুনালেন তখন সে খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো আর তার চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হতে লাগলো। **(বুস্তানুল ওয়ায়েজিন, মজলিশ ফি ফযলে ইয়াওমে আশুরা ওয়া মাজাআ ফিহা, ২৪০ পৃষ্ঠা)**

ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ভালবাসার কারণে মাগফিরাত হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন লাইস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে ইন্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন: **দয়ালূ আল্লাহ** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করা হলো: কোন কারণে? তিনি বললেন: একবার আমি পাহাড় থেকে আমার বিশাল সৈন্যবাহি দেখে খুশি হলাম, তখন আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম, আহ! যদি আমি সেই সময় কারবালার ময়দানে থাকতাম, যখন এজিদের বাহিনী ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও অন্যান্য আহলে বাইতের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন

করছিলো, তবে আমি তাঁর কিছু খেদমত করতে পারতাম। তাই **দয়ালু আল্লাহ পাক** এই নিয়্যতের কারণেই আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

(মাদারিজুন নবুয়ত, বাবুন নাহম যিকরে হুকুক আনহাদরাত, ১/৩০৫)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

বয়স মুবারক

শাহাদতের সময় সৈয়্যদুশ শুহাদা, ইমামে আলী মকাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বয়স মুবারক ৫৬ বছর পাঁচ মাস পাঁচ দিন ছিলো। **(সাওয়ানেহে কারবালা, ১৭০ পৃষ্ঠা)**

কারবালা কে জাঁ নিসারোঁ কো সালাম ফাতেমা যাহরা কে পেয়ারোঁ কো সালাম।
ইয়া হোসাইন ইবনে আলী মুশকিল কোশা আ'প কে সব জাঁ নিসারোঁ কো সালাম।
জু হোসাইনী কাফেলে মে থে শরীক,
কেহতা হে আত্তার সারোঁ কো সালাম। (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ফির বুলা কারবালা ইয়া শাহে কারবালা

ফির বুলা কারবালা, ইয়া শাহে কারবালা
আপনা রওযা দিখা, ইয়া শাহে কারবালা

তেরে দরবার কো, উস কি আনওয়ার কো
আহ! কব পাউঁগা, ইয়া শাহে কারবালা

মে নে চুমি নেহী, কারবালা কি জমি
এক আরসা হুয়া, ইয়া শাহে কারবালা

কুব্বা পাক কো, খাস কো খাশাক কো
চুমুঁ আ'কব, ইয়া শাহে কারবালা

এয়সা পাউঁ জুনুঁ, দরকতোঁ মে সুনুঁ
কারবালা কারবালা, ইয়া শাহে কারবালা

আব শাহে চার ইয়ার, এয় শাহে যি ওয়াকার
আপনা সেহরা, ইয়া শাহে কারবালা

চশমে নম দিজিয়ে আপনা গম দিজিয়ে
আয তুফেয়লে রযা, ইয়া শাহে কারবালা

খোয়াব মে আয়ে, জলওয়া দিখলায়ে
আয শাহে মুস্তফা, ইয়া শাহে কারবালা

ইস গুনাহগার কো, খোয়ার ওয়া বদকার কো
জেয়সা ভি হে দিয়া, ইয়া শাহে কারবালা

ইবনে শাহে আরব! অবসে ইঁহাঁ সে আব
দেহলো দুখ কো পিয়া, ইয়া শাহে কারবালা

ইক মযলুম কো আপনে মযলুম কো
আ'ফতো সে ছুড়া, ইয়া শাহে কারবালা

মেরে উজড়ে চমন পর করম কি নজর
আব তো বরসা শাহা, ইয়া শাহে কারবালা

দিল কো মিল জায়ে চেন আল মদদ ইয়া হুসাইন
হুঁ বাহুত গমযাদা, ইয়া শাহে কারবালা

আব হো রুখসত খাযাঁ, খিল উঠে গুল নিটী
ওহ চলা লো হাওয়া, ইয়া শাহে কারবালা

জুলফিকারে আলী, অব আদৃউ পর চলী
কহর সা ঢা গেয়া, ইয়া শাহে কারবালা

আহ! দুশমন মেরে, খুন কে পেয়াসে হোয়ে
লেকিন তলওয়ার আ', ইয়া শাহে কারবালা

সুন লো ফরিয়াদ কো আ'ও ইমদাদ কো
ইবনে মুশকিলকোশা, ইয়া শাহে কারবালা

হো মুয়াসসার ইমাম আব শাহাদাত কা জাম
কর দো হক সে দোয়া, ইয়া শাহে কারবালা

জানিবে কারবালা কাশ! আত্তার কা
চল পড়ে কাফেলা, ইয়া শাহে কারবালা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫২৮ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৫০৩৫৮৯
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net